

وليل عشر

ليالي ذي الحجة

শপথ দশ রাত্রির

যুলহাজ্জ মাসের দশ রাত্রি (প্রথম দশ দিন)

Eid
AL-ADHA
MUBARAK

ড. হাইছাম বিন মুহাম্মাদ সারহান

প্রাক্তন শিক্ষক: মা'হাদ, মাসজিদে নবাবী

ALSARHAAN.COM

MAHAD SUNNAH.COM

বাংলা ভাষা

اللغة البنغالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শপথ দশ রাত্রির
যুলহাজ্জ মাসের দশ রাত্রি (প্রথম দশ দিন)

এই দশ দিনে আমরা কি আমল করব?

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বছরের অন্যান্য সকল দিনের সৎ আমল অপেক্ষা এই ১০ দিনের সৎ আমল মহান আল্লাহ তায়ালার নিকটে অধিক প্রিয়। সাহাবায়ে কেলাম জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! অন্যান্য দিনের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও এই দিনগুলির সৎ আমল থেকে থেকে প্রিয় নয়? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও এর থেকে প্রিয় নয়; তবে যদি কোন ব্যক্তি তার জান এবং মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় অতঃপর জান এবং মালের কোনটিই ফিরে না আসে, ঐ ব্যক্তির জিহাদ ব্যতীত। (আবু দাউদ; হাদীস নং: ২৪৩৮)

সৎ আমল কথাটি বিভিন্ন ধরনের ইবাদতকে
শামিল করে নেয়। যেমন: রোজা, নামাজ, হজ্জ্ব,
জিকির, আল্লাহর তাকবীর, কোরআন তেলাওয়াত,
কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা ইত্যাদি।

এই দিনগুলিতে যে কাজগুলি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

১।

দশম দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলিতে রোজা রাখা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন রোজা রাখতেন। বিশেষ করে আরাফার দিন, যে দিনের রোজা দুই বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

২।

হজ্জ করা: আর এটি হচ্ছে এই দশ দিনে কৃত সবচেয়ে ফাজিলত পূর্ণ আমল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কবুল হজের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

৩।

কুরবানী করা: এটি সুনাতে মুয়াক্কাদা, যে ব্যক্তি কোরবানী করার ইচ্ছা করেছে সে যেন জিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর থেকে তার কোরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত তার চুল, নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।

৪।

বেশি বেশি তাহলিল, তাকবীর এবং তাহমিদ পড়া: তাকবীরের শব্দগুলি হচ্ছে: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।